মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

স্মারক নং-বিঅ-৬/৫৪৭১/ ১১৪০ তারিখ : ৩০।০৭।১৫

বিষয় : **তদন্ত প্রসঙ্গে**

সূত্র : সভাপতির ০৮-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের (আইডি-১৬৪৮) জবাব

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন জে. এম. জি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন বিলে স্বাক্ষর না করার কারণ সভাপতির ব্যাখ্যার সত্যতা যাচাই করে ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হল।

সভাপতির জবাবের কপি সংযুক্ত

৩০।৭।১৫

(ড. মোঃ আহসান হাবীব)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর
ফোন ঃ ০৪২১-৬৮৬৩৪

জেলা শিক্ষা অফিসার
কুষ্টিয়া

স্মারক নং-বিঅ-৬/৫৪৭১/ তারিখ :

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)

১। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া
৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর (পত্রটি বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)
৫। সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি, জে. এম. জি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডাকঘর : মহিষকুণ্ডি, উপজেলা : দৌলতপুর, জেলা : কুষ্টিয়া
৬। প্রধান শিক্ষক, জে. এম. জি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডাকঘর : মহিষকুণ্ডি, উপজেলা : দৌলতপুর, জেলা : কুষ্টিয়া
৭। সংরক্ষণ নথি

বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর

বরাবর
মাননীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ,যশোর

বিষয়ঃ ব্যাখ্যা প্রদান
সূত্রঃ তাঁর অফিস স্মারক নং বিএ-৬/৫৪৭১/৭১৩ তারিখ ৮-৬-২০১৫
জনাব,

উল্লেখিত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্ন স্বাক্ষর কারী মোঃ আমজাদ হোসেন ,সভাপতি জে এম জি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ,সবিনয়ে নিম্ন বর্নিত ব্যাখা প্রদান করেছেন।

(১) বিদ্যালয় পরিচালনায় বিশৃংখলা দেখা দেয়ায় আমি প্রধান শিক্ষক সাহেবকে প্রথমে মৌখিক ভাবে ও পরবর্তিতে রেজিষ্টিকৃত ডাকে পত্রের মাধ্যমে বারবার তাগিদ দেওয়া সত্বেও কমিটির সভা আহবান না করা। যে খানে প্রতি ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে একটি সভা করা বাধ্যতা মুলক।

(২) আমার ম্যানেজিং কমিটির মিটিং ডাকার আহবান কে তিনি উপহাস করেন।

(৩) বিগত ৫/৬ মাস কাল বিদ্যালয়ে কোন সভা না অনুষ্ঠিত হওয়ায় আয়-ব্যায়ের কোন তথ্য জানে না। প্রধান শিক্ষক তার খেয়াল খুশি মত ব্যয় করেন। এতে অর্থ অপচয় ও আত্মসাৎ হয়ে চলেছে।

(৪) বিদ্যালয়টি সুচারুরুপে পরিচালনা না হওয়ায় বিষয় টি স্থানীয় সংসদ সদস্য (৭৫-কুষ্টিয়া ১) জনাব মোঃ রেজাউল হক চৌধুরি জানতে পেয়ে প্রধান শিক্ষক সাহেব কে কমিটির সহযোগিতায় ঐক্য মতের ভিত্তিতে বিদ্যালয় পরিচালনার উপদেশ দিলে তার উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেন।

(৫) বিদ্যালয়ের সম্পদের হিসাব (STOCK REGISTER) দেখতে চাইলে প্রধান শিক্ষক তা দেখাতে নারাজ।

(৬) বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কাজে ব্যাবহারের জন্য সরকার কতৃক সরবরাহকৃত কম্পিউটার বিদ্যালয়ে দেখা যায় না। এ গুলো কোথায় কি ভাবে আছে তার ও কোন হদিস নাই।

(৭) বিদ্যালয়ের শেণী কক্ষে ৭/৮ জন শিক্ষক প্রাইভেট পড়ান। তাদের নিষেধ করলে তারা প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে করেছেন বলে জানান।

(৮) বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত শিক্ষাথীদের কাছ থেকে নিয়মিত বেতন আদায় করা।হয়ে থাকে । যদিও সরকার তাদের নামে বিপরীদে টিউশন ফি দিয়ে থাকেন

(৯) নানা অযু হাতে উপবৃত্তির বেতনের সময় শিক্ষাথীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়ে থাকে । যার কোন হিসাব নিকাশ রক্ষানাবেক্ষন করা হয় কি না তা বিদ্যালয়ের ব্যাবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হওয়া সত্বেও আমার জানা নাই। তাছাড়া উপবৃত্তির বিপরিতে প্রাপ্ত টিউশন ফি এর আয় ব্যায় কমিটিকে জানানো হয় না।

(১০) বিদ্যালয়ে ঝরে যাওয়া শিক্ষার্থীদের নামে উপবৃত্তির অর্থ যথারীতি সংশ্রিষ্ট কর্মকর্তাদের সম্ভাবত যোগ সাজসে উত্তলিত হয় ও তা আত্মসাৎ করা হয় ।এর প্রমান সংশ্রিষ্ট শিক্ষাথীরা দিতে পারে।

(১১) আগে কি হতো বা না হতো আমার জানা নাই তবে আমি সভাপতি হওয়ার পর থেকে অধ্যাবধী শ্রেনী পরিক্ষার ফিস ,জে এস সি নিবন্ধন ফিসের সাথে আদায় কৃত অতিরিক্ত ফিস , শিক্ষাথীদের শ্রেণীতে ভর্তি ফিস সহ মাসিক বেতন নিধারন করার জন্য কোন সভা আহবান করা হয় নি । প্রতিষ্ঠানের প্রধান কে বিষয় টি জানতে চাইলে তিনি আমাকে অতিরিক্ত চর্চা না করার পরামর্শ দেন।

(১২) ২০১৩ সালে বিদ্যালয়ে এস এস সি ও জে এস সি পরীক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বাহানা করে , প্রধান শিক্ষক কয়েক লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন । এবং সংশ্রিষ্ট কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়েছেন বলে তাদের কাধে ভর দিয়ে তার নিজের অপকর্ম ঢাকার চেষ্টা করেন ।

(১৩) প্রধান শিক্ষক সাহের নিজের Cash আদান প্রদান করার জন্য গত ৬ মাস যাবত করনীক পদ ফাঁকা থাকা স্বত্বেও সেই লোক নিয়োগ বন্ধ রেখে গোপনে তার ভোগানিপতী জনৈক মোঃ নাহারুল ইসলাম সাং জয়পুর কে নিয়োগ দেবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। যদি তার পস্তাবে রাজি হয় তবে তিনি আমাকে ১ লক্ষ টাকা দিবে বলে আমাকে পরপর অনুরোধ করেছেন । কিন্তু আমি তা প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তিনি ব্যাক্তিগত ভাবে আমার প্রতি বৈরী ভাব প্রদান করেন।

(১৪) প্রধান শিক্ষক সাহেব বিদ্যালয়ের চাকুরী দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগনের কাছ থেকে অর্থ গ্রহন করেছেন। যা নিয়ম নিতি বহিভূত কাজঃ-

ক. মোছাঃ নুরিফা খাতুন, জং হাসান ,সাং গোড়েরপাড়া টাকা-৩,২০,০০০/=
খ. মোঃ মাইনুল ইসলাম, পিং আঃ হান্নান সাং জয়পুর,টাকা-১,২০,০০০/=
গ. মোঃ আকমল পিং নিয়াকত সাং জয়পুর টাকা- ১,২০,০০০/=
ঘ. মোঃ নাহারুল (ভগ্নিপতি) সাং জয়পুর টাকা-১,২০,০০০/=

(১৫) কমিটির সদস্য গন এই সকল বিষয়ে সোচ্চার হলে প্রধান শিক্ষক সাহেব কৌশলে ও বিভিন্ন ছলনাই ও ঘুষ দিয়ে তাদের কাছ থেকে পদত্যাগ পত্র গ্রহন করেছেন। যাতে কমিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কমিটির সদস্যদের ঘুস দেবার যথেষ্ট প্রমানাদী রয়েছে ।

(১৬) প্রধান শিক্ষক জানান জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন কে কেবল মাত্র বেতন বিলের স্বাক্ষরের জন্য সভাপতি করা হয়েছে।অন্য কোন কাজে তার নাক গলানোর দরকার নাই

(১৭) আমি বিদ্যালয়ে সভাপতি হিসাবে তাঁর পদশিত পথে বেতন বিলে স্বাক্ষরের প্রদত্ত ক্ষমতা কেবল মাত্র ব্যাবহার করেছি।

(১৮) উপরোক্ত বিষয়াদী অতি সংক্ষেপে ই-মেইল যোগে আপনার দপ্তরে ১২-০৫-২০১৫ তারিখে জানানো হয়েছে। তাছাড়া আমি আপনার দপ্তরে উপস্থিত হয়ে বিষয় টি মৌখিক ভাবে আপনাকে অবগত করছি।

১৯) প্রধান শিক্ষক একজন আদর্শবান ব্যক্তি অবশ্যই হতে হবে। কিন্তু তিনি তা না হয়ে বারবার নারী কেলেঙ্কারীর সহিত জড়িত থাকেন। তার যথেষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে।

২০) প্রধান শিক্ষক সাহেব তার সহকর্মীবৃন্দ কেহ তার বিরুদ্ধে অপকর্মের কথা বলতে গেলে ইতিপূর্বে সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ মকলেছুর রহমানকে বেত্রাঘাত করিয়াছেন। যাহার লিখিত অভিযোগ আমার নিকট রহিয়াছে।

অতএব জনাব মেহেরবানী পূর্বক উপরোক্ত বিষয়াদী বিবেচনা পূর্বক বর্ণিত প্রধান শিক্ষকে বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শবান করে গড়ে তোলার সুব্যবস্থাসহ প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাতে আপনার সদয় মর্জি হয়।

আপনার বিশ্বস্ত
মোঃ আমজাদ হোসেন
সভাপতি
জে এম জি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
উপজেলা দৌলতপুর ,জেলা কুষ্টিয়া
মোবাঃ ০১৭১৩-৯১৪৬৭৭

২৪/০৮/২০২২ ইং

সভাপতি
মোঃ আমজাদ হোসেন
জে,এম,জি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।